ভোরের কাগজ

তারিখ 29 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

ফলাফল প্রকাশেও জট

০৮-১২-৯৩ তারিখের একটি দৈনিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার ফলাফল আট মাসেও প্রকাশ না হওয়ার কারণ হিসেবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের অফিস সূত্রে মূলতঃ পরীক্ষকগণকেই দায়ী করা হয়েছে। পরীক্ষকগণের খাতা জমা না দেওয়ায় এবং বিলম্বে জমার ক্ষেত্রে কোনো জরিমানার বিধান না থাকার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মহোদয় বলেছেন, পরীক্ষক খাতা জমা দিলে তবেই তো ফলাফল প্রকাশ হবে। তিনি এটাও বলেছেন, বি.কম ও বি.এ (পাস) পরীক্ষার ফল জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে প্রকাশের সম্ভাবনা রয়েছে। এহেন বক্তব্য পরীক্ষার্থীদের জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কারণ পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাস তিনেকের মধ্যে তারা ফলাফল জানার অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে। আর এ বঞ্চনার জন্য কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালীপনা বা অবহেলা যে এককভাবে দায়ী তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো পরীক্ষক খাতা জমা না দিলে ইচ্ছামতো বিলম্বে খাতা জমা দিলে কর্তৃপক্ষ তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন এটা কেমন নিয়ম? খাতা সময়মতো জমা দেওয়া নয় বরং জমা নেওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা রাখা নিয়ন্ত্রকেরই দায়িত্ব। যেখানে শিক্ষাবোর্ড মাত্র আড়াই হতে তিন মাসের মাথায় লক্ষাধিক পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশে সক্ষম সেখানে মাত্র কয়েক হাজার পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে পরীক্ষা নামক প্রস্তুতির ফলাফল প্রসবে ন' মাস লাগাটা নিছক খেয়ালীপনা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? কোনো পরীক্ষক আদৌ খাতা জমা না দিলে পরীক্ষার ফলাফলও সে সুবাদে কখনো প্রকাশ হবে না, এ কেমন বিধান? পরীক্ষকগণ শ্রদ্ধেয় শিক্ষক। মানুষ গড়ার কারিগর নামের শিক্ষকগণ কর্তৃক সময়মতো খাতা জমা না দিতে পারার কোনো কারণই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কোনো শিক্ষকই নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে খাতা জমা দিতে সক্ষম না হলে তাঁর পক্ষে খাতা নেওয়াই উচিত নয়।

তাই বিলম্ব না করে ফলাফল প্রকাশের এবং ভবিষ্যতের জন্য এ ব্যাপারে কড়াকড়ি ও বাস্তবধর্মী বিধি-বিধান নিশ্চিত রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ফলপ্রসূ পদক্ষেপ কামনা করছি।

মোঃ কেরামত আলী
ষাটতলা স্টেশন কলোনি
পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।